আশ্রয়

দিলীপ পাত্র

আদরী ধরেই রেখেছিল ওর ছেলেটা বেশী দিন বাঁচবে না। আঁতুড়েই ধরেছিল তাকে অসুখে। না চিকিৎসা না পথ্য। জন্ম থেকেই তাই ছেলেটা অনেকদিন পর্য্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পায়নি। তারপর ঐ তো বাপ! দিন রাত মদ গাঁজা আর ঘিঁচি - কড়ির জুয়ায় ডুবে আছে। আদরী আর তার ছেলের জন্য ওর সময় কোথায়! মলিন্দরের যে চালচুলো নেই তা নয়। চাল আছে — ছাউনীতে খড় নাই। চুলো আছে — জ্বলে না প্রায়ই, হাঁড়ি চড়ে না রোজ। এই তো আদরীর সংসার। মলিন্দর দু'চারটা দিনরাত কাবার করে কখনো যদি ঘরে ফেরে তো সে ছেলে- বৌয়ের মুখের দিকেও তাকায় না। সে তাকায় আদরীর আঁচলের খুঁটে দু'চারটে টাকা যদি বাঁধা থাকে। নিদেন হাঁড়িতে সঞ্চয় দু'একসের চাল। যা পাওয়া যায়। ঐটুকুন বাচ্চা নিয়ে দিন মজুরী। সে যে কী কষ্ট আদরীই জানে। আর জানে পাড়া- প্রতিবেশী।

তবু এইভাবে চলছিল আদরীর দিনের শু রাতের শেষ। একদিন, মনসাপূজার আগের দিন, আবগারী পুলিশের ভয়ে কোত্থেকে তিন হাঁড়ি চোলাই মদ এনে লুকিয়ে রেখেছিল চাটাই ঢাকা দিয়ে। দিনভর রোদে পুড়ে ধান রুয়ে খিদে তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত আদরী ঘরে ফেরে পড়ন্ত বেলায়। গণ-দুর্বল বাচ্চাটাকে শোয়াবে বলে চাটাই খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল মদের হাঁড়ি। যে মদ তার সংসারের এই হাল করেছে সেই মদের হাঁড়ি তার ঘরে দেখতে পেয়ে রেগে আগুন। একে একে হাঁড়িগুলো বের করে ফেলে দিল উঠোনের ভেরেণ্ডাগাছের বেড়া টপকে।

ভোর রাতে মলিন্দর লাল চোখে টলতে টলতে ঘরে ফিরল। ঘরের টানে না, মদের টানে। সব দেখেশুনে মলিন্দর যেন জখমি বাঘ। আদরীর বাচ্চাটাকে চাটাইশুদ্ধ তুলে ছুঁড়ে ফেলে উঠোনের জলে কাদায়। বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আদরী। শেষ রক্ষা হয়নি। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল বুঝল দাওয়ার খুঁটিতে লেগে তার কপাল ফেটেছে। রক্ত গড়িয়ে চাপ বেঁধেছে মাটিতে। প্রতিবেশিনীর কোলে বাচ্চাটা তখনো কঁকিয়ে কাঁদছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কপালের চাপ বাঁধা রক্ত মুছে নেয় হাতে। হাতের চেটো কালচে লাল। আর কখন পূব আকাশে টকটকে লালেরস্পষ্ট ইশারা।

কিছুই ভাবে না সে । যেন পূর্ব নির্ধারিত , অবধারিত। ধীরে ধীরে উঠে ঘরে ঢুকল দুর্বল পায়ে। বেরিয়ে এল একটা পুঁটলী হাতে। কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। ক্ষীণ গলায় বলল— 'সনকা, বাপের ঘরকে যাচ্ছি।' উঠোন পেরিয়ে খেজুর পাতায় বাঁধা দুয়ারের আগড়টা টেনে দ্যায়। দুয়ারে হাত দিয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর শু হোল তার পথ - চলা । তখন আদবীর ঘর - উঠোনে চারা ধানের ক্ষেতে-কাঁপানো হু-হু হাওয়ার সংসার।

আদরী যখন তার বাপের ঘরের পাড়ার সীমানায় তখন থেকেই তার কান্না শু হ'য়ে গেছে। মরা মা আর আধমরা বাপকে ডেকে ডেকে পাড়াশুদ্ধ মানুষকে জনান দিল —সে ফিরেছে। কান্নার সুরে ও নির্ভুল ছন্দে টেনে টেনে ফেরার কারণও জানিয়ে দিল পাড়াশুদ্ধ সবাইকে। ভমরার উঠোনে যখন সে পা দিল তখন 'জল - খাই' বেলা। ভমরা তখন হাঁড়ির মদ্যে রাখা আকামা কালো খরিশটাকে জ্যান্ত চ্যাংমাছ খাওয়াতে ব্যস্ত। আদরীকে দেখেই সে যেনচমকে উঠল। না, তার বিধস্ত রগ্ন রক্তাক্ত চেহারা দেখে নয় — আদরীকে সে খাওয়াবে কী এই ভেবে! স্পষ্ট বিরক্তি তার গলায় —'আর মরার জায়গা পালি নাই। খাবি কি?' তবু মেয়ের বাপ! হাড় জিরজিরে শুকনো বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়ে বলল, 'আলি যখন, থাক্।' সেই থেকেই থেকে যাওয়া। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। দক্ষিণ রাঢ়ের কাঁকুড়ে মাটির মতই এদের জীবন। তবু সে মাটিতেও সময়ে সবুজ জাগে, ফুল ফোটে, ফলও হয়। আদরীর ছেলেটা দিনে দিনে প্রায় সাত মাসের। যেন পাথরকুচির পাতা ক্ষ নির্মম কাঁকুরে মাটির উপর। শুকায় না। সময়ে সে পাতা থেকে নতুন চারা বের হয় ঘন সবুজ পাতার বিজয়পতাকা উড়িয়ে। ছেলেটার গায়ে মাংস জমে, হামা টানে। হামা টানতে টানতে একদিন ঘরের কোনে রাখা সাপের হুড়পি ধরে টানে। আলগা দড়ির বাঁধন খুলে বেরিয়ে পড়ে আকমা খরিশ। ঘরময় ছড়িয়ে যায় নানা আকরের কড়ি, তামার পয়সা, রংবেরঙের তাবিজ মাদুলী আর জড়ি - বুটি। হাতে বাড়িয়ে খেলার সঙ্গী ভেবে সাপটাকে ধরতে যায় ছেলেটা। তারপর যাহবার.....। ছেলের কান্না, ভমরার চিল - চিৎকার আদরীর কানে পৌঁছায়। পুকুরঘাটে বাসন ফেলেই ছুটে আসেসে। প্রতিবেশীরাও একে - দুয়ে এক উঠোন। আদরী বুক চাপড়ে বলে— 'হেই বাপ, হেই গুণীণ, বাঁচা তোর লাতিটাকে'। আমার ছা'টাকে বাঁচা বাপ্।'

ভমরার ঝাড়ফুঁক তুকতাক, অদ্ভুত শব্দের মন্ত্রোচ্চারণ, জড়িবূটির দ্রব্যগুণ সবে একে একে পরাস্ত হোল। জয়ী হোল মৃত্যু। ছেলের মৃত্যু চোখ মেলে দেখল আদরী। আর সন্ধ্যারাতের প্রথম চোখমেলার মত তারা।

আদরী নীরব, স্থির, যেন স্পন্দনহীনা। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মরাছেলে কোলে রাত কাটায়। মরা মাছের চোখে চেয়ে থাকে মরা ছেলের মুখের পানে।

ভোর হতেই কোল খালি আদরীর। হাহাকার কান্নায় ছেঁড়া লতার মত লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তখন তার ঘর - উঠোনে হাহাকারের হাওয়া যেন পৌষ শেষের ফসলহারা ক্ষেতে।

ভমরা যখন কালীদ'র 'গাবা' থেকে কোদাল হাতে ফিরল আদরী তখনো দাওয়ায় শুয়ে। সঙ্গী এক প্রতিবেশিনী মংলী। বাপ ঘরে ফিরতেই চোখ তুলে তাকাল আদরী। দেখল — ভমরার সমস্ত শরীরে পরাজয়ের গ্লানি। যেনমূক-বধির একটা অবোধ প্রাণী।

বেলা বাড়ে। দিন যায় রাত নামে। একের পর এক রাত কাটে দিন কাটে। দৈনন্দিন জীবনধারার সাময়িক বিচ্যুতির পর ধীরে ধীরে আবার যেন স্বাভাবিক হয় আদরী। কিন্তু কিছু ছন্দহীন, বেশ যেন প্রাণহীন তার দিনরাতেরপাঁচালী।

ঋতুচক্রের স্বাভাবিক পরিবর্তনে এক সময় বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে ওঠে গাজনের গান। সাঁসাঁ হাওয়ার তৃষ্ণার্তজিভ চেটে নেয় মাটির সবটুকু রস, গাছের পাতায় সবুজ, মাঠের ঘাস.....সব কিছু। খাল বিল ডোবা শুকিয়ে মাটিফেটে চৌচির। দুপুর রোদে কাঁপে ধূ ধূ মাঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নিষ্কণ নটরাজের নৃত্যে মাতে চৈতালী ঘুণী। হাহাকার আকাশের বাতাসে মাটিতে। শুধু ক্ষুধা, শুধু - তৃষ্ণা, শুধু ক্লান্তি সর্বব্যাপী হয়। তেমন দিনের একটা বিকেলে প্রচণ্ডঝড় বৃষ্টি করকাপাত। চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে যখন ঝড় বৃষ্টি আসল তখন শান্তি! এবং সন্ধ্যা।

অল্প রাতেই দাওয়ার হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আদরী। রান্না ঘরের চালের নীচে ভমরার নাকডাকা যখন গভীর হ'য়েছে ঠিক তখন আগড়ের ওপারে অ াকুলিবিকুলি ডাক। 'গুনীন হে, আগুড় খুল। আমরা শিমুলডিহার লোক। তুয়ার জামাইকে কাল - এ খাঁইচে।' ধড়মড় করে উঠে বসে আদরী। কূপী জ্বালায়। দু'জন লোক এসে উঠোনে বসে। ভমরাকে বলে--- জল - ঝড়ে বাদে সাঁঝের বেলায়। তুয়ার জামাই যাচ্ছিল কুথা।শানগাবার ইটপাজায় ছিলবেনাচিতি। ঠাণ্ডা হ াওয়া খাত্যে বেরাইছিল । পায়ে কামড়াই দিয়েছে। এখন মুখে ফেন ভাঙ্গছ্যে বোধহয়। চল চল ঝটা কর্যে।'

গুণীনের কাজ --- ডাক এলে যেতেই হবে। জড়িবুটির হুড়পি বগলদাবা করে লোকগুলোর সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল ভমরা। জামাইয়ের শরীর থেকে কাল - সাপের বিষ নামাতে হবে যে!

কাপড়ের আঁচলটা কোমরে কে'ষে বেঁধে সন্তর্পণে কিছুটা দূরত্ব রেখে ভমরার পিছু নিল আদরীও। ঘন্টা তিনেকের পথ। তার নিজের ঘরের উঠোনে পা দিতেই ভমরার চোখে পড়ল আদরীকে। সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে।সামনে ছেঁড়া দড়ির খাটিয়ায় মলিন্দর। মুখে গাঁজলা। লম্পের অল্প আলো অনেক ধোঁয়ায় উঠোনে অলৌকিক পরিবেশ। ভমরা বলে, 'তুই ! কিস্‌কে আলি। ই তুর আর কে বটে !' আদরীর স্পষ্ট জবার ----'আমার মরদ। আমি উয়াকেডাক্তারবাবুর কাছে লিয়ে য াব। তু ঝাড়িস্‌ না।' উপস্থিত সবাই রে রে করে উঠে। --- 'বলছিস কী ! তুর বাপের অপ্‌মান, আমাদের গুণীনের অপ্‌মান ! আমরা সহ্য করব নাই। গুণীন ঝাড়বেক।'

'না। কীসের গুণীন উ, কেমন গুণীন ! যে লিজের লাতিকে বাঁচাত্যে লার‍্যেছে সে জামাইকে বাঁচাবেক ? সবমিছা। উসব ঝাড়ফুঁক সব মিছা। আমার মরদকে তুমরা ছুঁয়ো না।' উপস্থিত ছোকরা ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল--- 'তুমরা একটা ঠেলা - রিকসা আন্যে দাও।'

আদরীর গলায় অনুরোধ নয় যেন আদেশ। একে তো সম্পূর্ণ নতুণ এক প্রস্তাব, তায় আদরী যুবতী। ছোকরাগুলো অতি উৎসাহে একটা ঠ্যালা রিকসা এনে হাজির করল অল্পক্ষণে। আদরী আর ক'টা ছোকরা মলিন্দিরের ঠেলা - রিকশা ঠেলে নিয়ে চলল গ্রামীন স্বাস্থকেন্দ্রে উদ্দেশ্যে।

পঞ্চায়েতের নতুন ফেলা মোরাম রাস্তার শরশর শব্দের সংগে তখন ভোরের পাখির কিচিরমিচির মিলে মিশে একাকার। একটু পরেই পূবের আকাশ সিদুঁর ছড়াবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com